

চরিত্রজীবী বভীষণ

বভীষণ ছিলিৰে সাত্ত্বিকিগুণ সম্পন্ন ও শুদ্ধসাত্ত্বিকি হৃদয়বান পুরুষ। ছোটোবেলা থেকে তিনি প্রায় সময়ই ঈশ্বর সাধনা ও দেবতার ধ্যান করতে পছন্দ করতেন। ঘটনাক্রমে ব্রহ্মা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বরদান করতে চাইলে বভীষণ দেবতার চরণকমলে নজিরে মনোনিবেশ করতে পারার শক্তি চান। এবং এই একাগ্র মনঃসংযোগে দ্বারাই তিনি শ্রীবিষ্ণুর দর্শন চান ও তার চরণস্পর্শ করতে চান বলে বর চান। তার এই ইচ্ছা খুব ভালোভাবেই পূর্ণ হয়, এবং রামায়ণ মতে বভীষণ তার সুখ ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ছেড়ে বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামের সাথে সাক্ষাৎকার করেন এবং দুরাচারী হত্যায, তাকে যথাসাধ্য সাহায্য ও সেবা করেন। বভীষণ ছিলেন ঋষি বশিরবা ও নকিষার কন্যিষ্ঠ পুত্র। পুলস্ত্য মুনরি উত্তরসূরী পটীলস্ত্য হিসাবে তিনি যোগ্য সাত্ত্বিকিগুণে সম্পন্ন ছিলেন। তনিলঙ্কার রাজা রাবণ ও নন্দ্রার রাজা কুম্ভকর্ণের কন্যিষ্ঠ ভ্রাতা, তথা ধনদেবতা কুবেরে ছিলেন তার বৈমাত্র্যে। ভ্রাতা। রক্ষকুলে রাক্ষসী মায়ের কোলে জন্ম হলেও তিনি তার পিতার মতো সতর্ক এবং ধার্মিক ছিলেন এবং নজিকে ব্রাহ্মণ হিসাবেই নজিকে গড়ে তোলেন। শৈব থেকেই বভীষণের মন পবিত্র এবং সাত্ত্বিকি স্বভাব ছিল।

জন্মগতভাবে তিনি একজন রাক্ষস হলেও, তিনি নজিকে একজন ব্রাহ্মণ বলে মনে করতেন। তিনি সপ্ত চরিত্রজীবী বা হিন্দুধর্মের সপ্ত অমর সত্তার একজন, যারা বর্তমান কলিযুগের শেষে অবধি বঁচে থাকবেন।

তিনি ছিলেন একজন মহৎ চরিত্রের অধিকারী এবং শ্রী মহাবিষ্ণুর সপ্তম অবতার এবং রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভগবান রামের একজন মহান ভক্ত। বভীষণ শান্তির পক্ষে ছিলেন এবং রাবণকে রামের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ না করার পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তার ভাই সীতাকে তার স্বামীর কাছে ফরিয়ে দিকি।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণের থেকে বিপরীতগুণ সম্পন্ন হওয়ার কারণে তিনি রাবণের দ্বারা সীতাহরণের ঘটনা মনে নতি পাবেননি। উপরন্তু তিনি রাবণকে এবিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলে রাবণ তাকে অপমান করেন। ফলে তিনি মা নকিষার পরামর্শে লঙ্কা ত্যাগ করেন। পরে তিনি রামের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সন্যাসগঠনে সাহায্য করে সীতা পুনরুদ্ধারের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি রামসনার কাছে রাবণের প্রতিক্ষাবাহিনীর গুপ্ত তথ্য ফাঁস করেন ও রামকে এই ধর্মযুদ্ধ জয়ের আশ্বাস দেন। রাম বভীষণের কথা মনে নেন এবং রাবণ-বধের পর তাকে লঙ্কার সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

লঙ্কার রাম-রাবণের যুদ্ধে লঙ্কার গুপ্ত তথ্যের বিষয়ে বভীষণের জ্ঞান রামের যুদ্ধ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বভীষণ নৃসিংকোচে লঙ্কাপুরীর অনেকে অন্তরালে তথ্য বিষয় রামের সামনে উন্মোচন করেছিলেন যখন পটীলস্ত্য কুলমাতা নকুম্ভলি মন্দরি ও যজ্ঞাগারের গুপ্ত রহস্য ফাঁস রামের যুদ্ধজয়ে অন্যতম কারণ ছিলো। রাম ও রাবণের মধ্যে অন্তরালে যুদ্ধ চলাকালীন রাম রাবণকে চহ্নিত করতে অক্ষম হয়ে পড়লে তিনিই রাবণের মৃত্যুর পথ তাকে জ্ঞাত করান। তিনি রামকে জানান যে রাবণ তার উদরে সঞ্চিত করে রেখেছেন, ফলে সেই সুগন্ধীকে শুষ্ক করা অত্যাবশ্যক। অন্তিমি রাম রাবণকে বধ করতে সক্ষম হন। আবার আধুনিক

পাঠকবর্গ ভারতীয় মহাকাব্যগুলির সুচরিত্র ও দুরাচারী বিশ্লেষণ করার সময়ে রামায়ণে চরিত্রায়ত্তি চরিত্রগুলির বিশ্লেষণে ধর্ম বিষয়ক দ্যোতক অর্থ খুঁজে পান। মহাকাব্যটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে কুম্ভকর্ণ বা বভীষণ কেউই ধর্মের পথ ছেড়ে স্বচেছায় অধর্ম করতে চাননি কিন্তু তাদের কাছে উভয়সঙ্কট নষিপত্নির দ্বিতীয় কোনও পথ না থাকায় তারা নিজদের ধর্মমতো পক্ষ চয়ন করেন। রামায়ণ শিক্ষা দেয় যে, কুম্ভকর্ণ তার রাবণকে পরামর্শ দেওয়ার পর সে তা মানতে অপ্রস্তুত থাকলে তিনি(কুম্ভকর্ণ) ভ্রাতার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তার পক্ষ নিয়ে, আবার বভীষণের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটলে তিনি(বভীষণ) তার বিরোধ করেন।

প্রতীকীভাবে, রামায়ণে বভীষণ চরিত্রটি ছিলো শ্রীরামের প্রতি আত্মসমর্পণকৃত তার এক ভক্তের। চরিত্রটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঈশ্বর তার ভক্তের কুল গোট্র বা জন্মস্থান দেখে ভদোভদে করেন না। একই ধরনের নীতিকথা প্রহ্লাদ ও নরসিংহের শ্রুতিতেও লক্ষ্য করা যায়।

রাবণ-বধের পর বভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে বসলে তিনি সম্পূর্ণভাবে দৈত্যসুলভ আচরণ এবং দৈত্যরীতি বসির্জন দেন এবং সঠিক ধর্মের পথে চলা শুরু করেন। তার স্ত্রী ও লঙ্কার রাণী সরমা তাকে ধর্মের পথে চলতে সহধর্মণীর ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে ত্রিজিটা নাম্নী এক কন্যাসন্তান জন্মায়।

যুদ্ধ শেষে রাম যখন অযোধ্যার দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন, ঠিক তখনই তিনি নিজের আসল বস্তুরূপে বভীষণকে দর্শন দেন এবং পৃথিবীতে থেকে মানবসবো করে তাদের সঠিক ধর্মপথের দিশা দেওয়ার দশে করেন। এভাবে বভীষণ দীর্ঘ অমরত্ব পান ও সপ্ত চরিত্রজীবদে মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন। বস্তুরূপে তিনি বভীষণকে রামের জন্মগত সূর্যবংশের দেবতা শ্রীরঙ্গনাথের আরাধনা করতে বলেন। ইতিহাসের বেশ কিছু পর্বের সিংহলি বভীষণকে তাদের চারজন অভিভাবক (চতুর্মহারাজা) ও রক্ষাকর্তার মধ্যে একজন বলে গণ্য করে থাকেন। বভীষণ এই খবর চরদে দ্বারা সিংহলী পার্বত্য ময়নার পায়ে বাঁধা চিঠির মাধ্যমে কলেন। তে পাঠানোর আদেশ দেন। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি পত্নি দিবীর দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন। এসময়ে তিনি কলেন। অঞ্চলে অগণিত ভক্তের দ্বারা পূজিত হতে থাকেন।

প্রশ্ন: বভীষণের মা কে ছিলেন?

উত্তর: ককেশী (নিকিাশ, মালিনী, সুকেশী): ঋষি বশিষ্ঠের স্ত্রী এবং রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বভীষণ এবং শূরপাখার মা। তিনি রাক্ষস রাজা সুমালির স্ত্রী কতুমতি/কতুমালির কন্যা ছিলেন।

প্রশ্ন: বভীষণের স্ত্রী নাম কি ছিল?

উত্তর: সরমাকে বভীষণের স্ত্রী হিসেবে চহ্নিত করা হয়।

প্রশ্ন: বভীষণের কন্যার নাম কি?

উত্তর: ত্রিজিটাকে তার কন্যা হিসেবে ববিচেনা করা হয়।

প্রশ্ন: বভীষণের পুত্রের নাম কী ছিল?

উত্তর: তরুণী সনে

প্রশ্ন: বভীষণ কি মন্দোদরীকে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর: বভীষণের সাথে পুনর্ববাহ --- মন্দোদরী এবং বভীষণের মধ্যে ববাহ তাদের "পারস্পরিক যটন হস্তক্ষেপের" উপর ভিত্তি করে ববাহ নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে "রাষ্ট্রনাযকের কাজ"।

প্রশ্ন: বভীষণ কি কৃষ্ণের সাথে দেখা করেছিলেন?

উত্তর : চরিঞ্জীবী বভীষণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুরোধ নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা করেছিলেন ।

হ্যাঁ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় বভীষণের সাথে যুধিষ্ঠিরের দেখা হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর প্রেক্ষাপট দুটি ভিন্ন যুগে হলেও, এই দুই মহাকাব্যের কিছু চরিত্র একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময়, সহদেব দক্ষিণ ভারতে অভিযানকালে লঙ্কার রাজা বভীষণের সাথে দেখা করেন।

বভীষণ পত্নি দিবীর দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, তিনি কলোনিয়া অঞ্চলে পত্নি দিবীর পূজা লাভ করেন এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হন। বভীষণের এই দেবত্ব লাভের ঘটনাটি কলোনিয়া অঞ্চলের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পত্নি দিবী: পত্নি দিবী শ্রীলঙ্কার একজন জনপ্রিয় দেবী, যিনি শুদ্ধতা, সত্য এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে পূজিত হন।

কলোনিয়া: কলোনিয়া শ্রীলঙ্কার একটি ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে বভীষণের মন্দির অবস্থিত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, কলোনিয়া অঞ্চলে বভীষণের পূজা জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই সময়েই তিনি পত্নি দিবীর আশীর্বাদে দেবত্ব লাভ করেন বলে মনে করা হয়।

কিছু বিশ্বাস অনুযায়ী, বভীষণ আজও লঙ্কার এক রহস্যময় স্থানে রাজত্ব করছেন এবং মানবজাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন। তিনি পত্নি দিবীর কৃপায় দেবত্ব লাভ করেন এবং পরবর্তীতে একজন দেবতা হিসেবে পূজিত হন। বভীষণের দেবত্ব লাভের বিষয়টি শ্রীলঙ্কার লোককথায় ও সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে প্রচলিত।

বভীষণ জগন্নাথের একজন ভক্ত এবং তিনি নিয়মিত মন্দিরে পূজা করতেন ---

বভীষণের নিয়মিত পূজা করার ধারণাটি কিংবদন্তি এবং লোককথার মধ্যে সীমাবদ্ধ।